ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1534-1539
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

বাংলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে ফুরফুরার পীর সূফী আবু বকরের (১৮৪৬-১৯৩৯) অবদান: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড. সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সীতানন্দ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ*

Received: 20.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Abu Bakar was a prominent Islamic scholar, spiritual leader, and Muslim figure in Bengal during the time of India's struggle for independence. He wielded significant influence over the majority Muslim population of Bengal, and much of the Muslim community in Eastern India was deeply guided by his leadership. Over time, he emerged as a central figure among the Muslims, around whom a socio-religious movement gradually developed in Bengal. Initially, Abu Bakar devoted himself to religious reform, social reform, and educational revival. However, driven by necessity, he eventually became involved in political activities as well. He participated in various nationalist movements such as the Partition of Bengal, the Swadeshi Movement, the Boycott Movement, the Khilafat Movement, and the Non-Cooperation Movement. In all these, he acted as a popular spiritual leader of the Muslim community and encouraged their active participation. Recognizing his importance, even leaders like Mahatma Gandhi sought his support and visited him at the Tikatuli Mosque in Kolkata. Abu Bakar took various initiatives in these movements—some of which were partially successful, while others, despite his sincere efforts, did not achieve their intended outcomes. The reasons behind his participation in these movements were not always the same; they were influenced by anti-colonial sentiments, regional concerns, and religious motivations. Nevertheless, his actions were consistently guided by a deep sense of justice, humanism, idealism, and a global outlook. This essay attempts to interpret and analyze his life and contributions from multiple perspectives.

Keywords: Independence, Muslim Community, leadership, Partition, Boycott Movement, Khilafat Movement

আবুবকর হলেন ফুরফুরার পীর। ফুরফুরা হলো হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। সুলতানি আমলে গিয়াসউদ্দিনের উত্তরাধিকারী মনসুর বাগদাদী সৈয়দ হোসেন বুখারীর সহযোগিতায় এই অঞ্চল জয় করেন। কথিত আছে যে, সেনারা এই অঞ্চল দ্রুত জয় করেছিলেন বলে এটি ফুরফুরা অর্থাৎ পরিপূর্ন আনন্দ নামে পরিচিত হয়। পূর্বে অঞ্চলের নাম ছিল বালিয়া বাসন্তী।[১] এই সময় থেকেই ফুরফুরাতে সুফিসন্তদের আনাগোনা চলতে থাকে এবং সমাধি, খানকা, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হতে থাকে।[২] ফলে এই সময় থেকেই ফুরফুরা মুসলিম সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই অঞ্চল মুসলমানগণের নিকটে একটি তীর্থ ক্ষেত্রে হিসেবে গড়ে ওঠে।[৩] মনসুর বাগদাদির বংশেই উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবুবকার। ফুরফুরার পরিচিতি যতটুকু গড়ে উঠেছে এই আবুবকের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন ফুরফুরার প্রধান পীর। ফুরফুরার যোশ-খ্যাতি যতটুকু মুলত তাকে

কেন্দ্র করেই সেটা গড়ে উঠেছে। সূফী আবুবকর ধর্মীয় নেতা হিসাবে জীবন শুরু করলেও অচিরেই নানা আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকেও তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেননি, সর্বগুণান্বিত নেতা হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বঙ্গভঙ্গ,স্বদেশী-বয়কট প্রভৃতি আন্দোলনে তিনি যোগদান করেছিলেন। তবে এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো বাংলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর অংশ গ্রহণ ও অবদান কি ছিল তা পর্যালোচনা করা।

লিটারেচার রিভিউ: পীর আবুবকরের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ সেভাবে প্রকাশিত হয় নি। তবে জীবনীমূলক গ্রন্থ কিছু প্রকাশিত আছে। মুন্সি মোজাম্মেল হকের ১৩২১ বঙ্গাব্দে গনেশ পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত 'মাওলানা পরিচয়', তাঁর সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য জীবনী মূলক গ্রন্থ। এতে আবুবকরের বংশ পরিচয়ের উপর বর্ণনা দেওয়া আছে। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেটি উর্দু ভাষায় লেখা, যেটির নাম হল 'ছওয়ানেহে উমরি'। আবুবকরের খলিফা আব্দুল মাবুদ এটি রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর উপর বিস্তারিত আলোচনা আছে মাওলানা রুহুল আমীনের লেখা 'পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী' গ্রন্থে। এটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বসিরহাটের মাজেদিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ওপর খলিফা আব্দুস সাত্তার 'পীরসাহেবের জীবনী চরিত' লেখেন। এগুলো সবই জীবনীমূলক গ্রন্থ। আবুবকরের উপর গবেষণা মূলক গ্রন্থের সন্ধান না পাওয়া গেলেও প্রায় একই রকম বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে, এরকম নমুনার অভাব নেই। এ. কে. নিজামি লিখেছেন 'দি লাইফ এণ্ড টাইমস অফ শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া', এটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ একই বৎসরে বারবারা ডি মেটক্যাফ 'ইসলামিক রিভাইভাল ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া: দেওবন্দ' গ্রন্থটি লিখেছেন। তবলিগ জামাতের উপর গ্রন্থ লিখেছেন যোগিন্দর সিকন্দ, যে গ্রন্থের নাম 'দি অরিজিনিস অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দি তবলিগ জামাত(১৯২০-২০০০)', ফ্রান্সিস রবিনসন 'দি উলেমা অফ ফরেঙ্গি মহল' (সি হুবস্ট অ্যান্ড কো পাবলিকেশন) লিখেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থে ইসলাম সংক্রান্ত নানা ব্যাক্তি, তাঁদের কাজ, প্রতিষ্ঠান ও দর্শন তত্ত্বের উপর গবেষণা মূলক আলোচনা আছে।

মেথোডলজি: এই পেপার লেখার ক্ষেত্রে মেথোডলজি হিসাবে ব্যাবহার করা হয়েছে প্রাথমিক উপাদানকে এবং প্রাথমিক উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে প্রাথমিক উপাদানের অভাব আছে, সেখানে গৌন্ উপাদানকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে গর্ভমেন্ট ফাইল, সরকারি দলীল, সাক্ষাৎকার, ফিল্ড সার্ভে, প্রিয়োডিক্যালস্, পত্র- পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের দাবীকে মান্যতা দান করা হয়েছে। সাবজেক্টিভ হিস্ট্রির পাশাপাশি অবজেক্টিভ হিষ্ট্রির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পটভূমি: ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার সমাজে নানা শির্ক ও বেদাত অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী প্রথা ও রীতি নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।[৪] যেগুলির সঙ্গে মূল কোরান এবং হাদিসের কোনো যোগসূত্র ছিল না বা মুল ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য ছিলো না। ওয়াহাবী এবং ফরাজি আন্দোলনেও আমরা যেটা দেখতে পাই যে, এখানে কোরান হাদীস বিরোধী বিভিন্ন প্রথা রীতিনীতি দূর করার জন্য তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন অর্থাৎ মুসলিম সমাজকে কোরান হাদিসের অনুকরণে বিশুদ্ধভাবে গড়ে তোলার দিকে তারা প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। আবুবকর যিনি ফুরফুরার প্রধান পীর ছিলেন তাঁর প্রধান কাজ হিসেবে তিনি গ্রহণ করেন শির্ক-বিদাতকে দূর করা, বাংলার মুসলিম সমাজ ও ইসলাম ধর্ম থেকে এগুলো দূর করাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই এই শির্ক ও বেদাত দূর করার আন্দোলন পরিচালনাতেই অতিবাহিত হয়। তাঁর যারা মুরিদ বা শিষ্য ছিলেন তাদের কে নিয়ে সমবেত ভাবে কখনো বা একাই শির্ক বিরোধী আন্দোলনকে সফল করার তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এদিক থেকে দেখে মনে হতে পারে যে, এই আন্দোলন তাহলে হয়তো ওয়াহাবি বা ফরাজী আন্দোলনেরই সম্প্রসারিত রূপ বা ফুরফুরার আন্দোলনের সঙ্গে ওয়াহাবিদের একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আবুবকরের অন্যান্য আদর্শ বিধি বা অন্যান্য মতবাদ প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায় যে, তিনি এই ওয়াহাবিদের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে শির্ক-বিদাত বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি। ওয়াহাবিদের সঙ্গে তার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তিনি নানা সময়ে এদের বিরোধীতা করেছেন। তার মতবাদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের মতবাদের কিছু মিল থাকলেও বেশিরভাগ অমিল ছিল। তিনি বাংলায় যে মতবাদটির অনুসারী ছিলেন এবং যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন বা প্রসার ঘটিয়েছেন তা ছিল হানাফী মতবাদ।[৫] যেহেতু ওয়াহাবিদের সঙ্গে হানাফীদের বা তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল সে দিক দিয়ে আবুবকরের

আন্দোলনকে ওয়াহাবীদের সম্প্রসারিত আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। আবুবকর বাংলায় যে শির্ক-বেদাত বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে হানাফী মতবাদেরই প্রসার। তাই ওয়াহাবি মতবাদের সঙ্গে আবুবকরের আন্দোলনের কিছু কিছু মিল থাকলেও বেশিরভাগই অমিল ছিল।

পর্যালোচনা: বাংলায় আবুবকরের সমাধিক পরিচয় গড়ে উঠেছিল মুসলিম সমাজের একজন আধ্যাত্মিক গুরু বা পীর হিসাবে। তাঁর সময়কাল ছিল নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সময়কাল। মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রেও এই সময়কাল ছিল এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই সময় শিক্ষায় দীক্ষায় মুসলিমরা পিছিয়ে পড়েছিল, আর্থিক দিক থেকেও, পিছিয়ে পড়েছিল। তাই মুসলিম সমাজের যেমন সংস্কার দরকার ছিল তেমনি আবার ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা গ্রহণের টানা পড়েনকে কেন্দ্র করে মুসলিম নেতাদের একটা অংশ নিজেদের কোলে যতটা সম্ভব ঝোল টেনে নেয়া যায় তার চেষ্টা করেছিল। তা বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা তা ভিন্নতর প্রশ্ন, কিন্তু মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে এই সময়কাল যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।[৬] আবুবকর ছিলেন এই সময়কার বাংলার মুসলমান সমাজের একজন ধর্ম নেতা যাঁর বাংলার মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশের উপর প্রভাব গড়ে উঠেছিল। একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে যুগের দাবিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি, ফলতঃই তার মধ্যে নানা সংস্কার মূলক কাজ ও মানবিক ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার সমাবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বাংলায় মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি যে সংস্কারগুলি সাধন করেছিলেন সেগুলি হল: তিনি শির্ক ও বেদাত দমন করেন, আঞ্জমনে ওয়ায়েজিন গঠন করেন[৭], ইসালে সওয়াব প্রবর্তন করেন,[৮] ওসিয়াতনামা প্রবর্তন করেন[৯], হজযাত্রার দুর্নীতি দূর করেন, নানা বাহাস বিতর্ক করে ধর্মকে সংহত করে তোলার চেষ্টা করেন। বাংলায় মুসলিম সমাজে সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি যে কাজগুলি করেছিলেন সেগুলি হল: মুসলিম সমাজের আত্রাফ-আশরাফ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেন।[১০] তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেন, পণ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন, বিধবা বিবাহের প্রচলনের কথা বলেন ও অন্যান্য নানা কুসংস্কারের বিরোধিতা করেন। মুসলিম সমাজে অশিক্ষার বিষয়টি লক্ষ্য করে তিনি শিক্ষার সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে কাজগুলি করেছিলেন সেগুলি হল: মুসলিম সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, ইংরেজি ও কারিগরি প্রযুক্তিগত শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, মেয়েদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন ও মেয়েদের পর্দার মধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ, বাংলা ভাষা চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ, মুসলিমদের রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা, মুসলিম সংবাদপত্রের প্রসার প্রভৃতির উপর আবুবকর গুরুত্ব দেন।

নিজের জীবন পর্বের প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাজনীতিতে তাঁর পদার্পণ ঘটে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করার পিছনে কিছু কারণ ছিল: ১) আবুবকরের হাজার হাজার মুরিদ বা শিষ্য ছিলেন দুই বাংলা জুড়ে। দেশে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তখন এই সমস্ত জনগণ কি করবে, কোন পথে যাবে, কি অবলম্বন করবে, তা নিয়ে তারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পতিত হয়। এই অবস্থায় আবুবকর মুরিদের প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে গিয়ে রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। ২) আবুবকর বঙ্গভঙ্গের সময় রাজনীতিতে প্রথম পদার্পণ করেন।[১১] এই সময় বঙ্গভঙ্গ ঘটার ফলে আবুবকরের বিরাট সংখ্যক মুরিদ পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়েছিল। আবুবকর আশঙ্কা করেছিলেন যে, এর ফলে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে, ফলতঃ তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ৩) আবুবকর বাংলায় মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমদের উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে পূর্ববঙ্গের মুসলিমগণের কলকাতায় কেন্দ্রিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে উন্নতি ব্যাহত হবে আবার বাংলায় সংখ্যালঘুতার কারণে মুসলিমদের উন্নতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই মুসলিমদের উন্নয়ন ও ঐক্যের স্বার্থে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং একই সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[১২] ৪) আবুবকর রাজনীতিতে যোগদান করার বিষয়টিকে সুন্নাতের অনুপন্থী বলে মনে করেন। ফলতঃ একজন আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে জীবন অতিবাহিত করলেও রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণ কাঙ্খিত হয়ে ওঠে।

আবুবকর বঙ্গভঙ্গের সময় রাজনীতিতে যোগদান করলেও তেমন সক্রিয়তা দেখাননি। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ও আরও সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন ও মতামত প্রদর্শন করেন খিলাফত আন্দোলনের সময়কালে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। আবুবকর ও তাঁর প্রতিষ্ঠান- আঞ্জমনে ওয়াএজিন (প্রতিষ্ঠান) খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করে। আবুবকর, আঞ্জমনে ওয়াএজিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সদস্য বাংলায় কলকাতা খিলাফত

কমিটির সদস্য ছিলেন।[১৩] ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট আকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনগ্রসর অংশকে ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জমায়েত করতে আবুবকর, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদির মতো উলেমাগণ এগিয়ে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের জয়লাভের মধ্যদিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটলে ভারতে ব্রিটিশ সরকার শান্তি দিবস পালনের আয়োজন করেন, ফুরফুরার পীর আবুবকর শান্তি দিবস পালনের বিরোধিতা করেন। অন্যান্য উলিমা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনিও ফতোয়ার মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেন যে, যারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে অপর ধর্ম পালনকারীদের সমর্থন করবে তারা কাফের এবং শান্তি দিবসে যোগদান করা হলো ধর্মবিরুদ্ধ কাজ।[১৪] শান্তি দিবস বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মুসলমানদের অনেকেই যোগদান করে। শান্তি দিবস উৎসব পালনের দিন বরিশাল চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানের মুসলমানগণ শান্তি দিবস বয়কট করে, তারা ব্রিটিশ পতাকা মাটিতে ছুড়ে ফেলে ও ব্রিটিশ প্রদত্ত মিষ্টান্ন নিতে অস্বীকার করে। শান্তি দিবস বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি মুসলিমদের যোগদান প্রমাণ করে যে, বাঙালি মুসলমানগণ খেলাফত আন্দোলনের এক বড় সমর্থক ছিলেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে প্রদেশের মুসলিম নেতাদের কেন্দ্রীয় কমিটি টেলিগ্রাম করে। উলেমাদের এতে যোগদানের কর্মসূচি নেওয়া হয়। আবুবকরের প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমনে ওয়ায়েজিন প্রতিষ্ঠানকে গ্রামাঞ্চলে খিলাফত দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব ও হরতাল পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়।[১৫] তবে হরতাল পালনের সিদ্ধান্তকে আবুবকর সমর্থন করেননি। ফুরফুরার ইসালে সওয়াবে আবুবকর পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, বর্তমান খিলাফত আন্দোলন হল মুসলমানদের অধিকার রক্ষার লড়াই।[১৬] খিলাফত আন্দোলন বাংলার ছোট ছোট শহরে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশ তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ জেলায় এই আন্দোলন বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। গ্রামীণ মুসলমান জনগণ যারা আবুবকরের প্রতিষ্ঠান আঞ্জমনে ওয়াএজিন প্রচারকদের দ্বারা সহজেই ধর্মীয় প্রশ্নে প্রভাবিত হতেন তারা খিলাফত আন্দোলনের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হন। মুসলিম ছাত্র সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এই আন্দোলনে যথেষ্ট সারা দেয়। খিলাফত আন্দোলনের সময়কালে বাংলায় মুসলিম জনগণ বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি জানান, বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। আবুবকর খিলাফত আন্দোলনের উপর খিলাফত সংগীত, খিলাফত আন্দোলন পদ্ধতি, ইত্যাদি কয়েকটি বই বাংলা ভাষায় রচনা করেন। ১৯২০-র মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা ও ঢাকা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘটলে খেলাফত আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে।[১৭] তা সত্বেও এ কথা বলা যায় যে, উপরোক্ত নানা পদক্ষেপ কে কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিমদের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন যুক্ত হলে আবুবকর তার বিরোধিতা করেন। অবশ্য পরবর্তিকালে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, তিনি আবার খিলাফত অসহযোগ সংযুক্তিকে সমর্থন করেন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠেন। এই সময় আবুবকর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠেন ও আঞ্জামনে ওয়াএজিন আবুবকরের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। এই প্রতিষ্ঠানের সম্মেলন থেকে জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় মাদ্রাসা, কলেজ স্থাপনের আবেদন জানানো হয়।[১৮] আবুবকর বিভিন্ন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অসহযোগ আন্দোলনের যে দুটি পদ্ধতি ছিল স্বদেশী ও বয়কট এর মধ্যে আবুবকর স্বদেশী পদ্ধতিকে আকণ্ঠভাবে সমর্থন জানান, যদি তিনি বয়কট প্রস্তাবের কিছুটা বিরোধিতা করেন। আবুবকর বয়কট পদ্ধতির কেন বিরোধিতা করেছিলেন? - এ বিষয়ে তাঁর একটি আদর্শগত কারণ ছিল। তিনি বলেছিলেন যে বয়কটের ফলে অনেক পণ্য সামগ্রী অপচয় হবে যা একটি আর্থিক অপচয়, এগুলি দরিদ্র মানুষের উপকারে কাজে লাগতে পারে বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই বয়কট বা পণ্য অপচয়কে তিনি পুরোপুরি ভাবে সমর্থন করতে পারেননি। এদিক দিয়ে তার মধ্যে একটি উচ্চতর মানবতাবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। স্বদেশী পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি ফুরফুরায় একটি জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব এতটাই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তার প্রতিষ্ঠান আনঞ্জমনে ওয়াএজিন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে যারা সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই সকল পদাধিকারীদের তিনি তাদের পদ থেকে অপসারিত করেন ও অপর ব্যক্তিদের সেই পদে নিয়োগ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে ডিসেম্বর আকরাম খান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আবুল কাশেম প্রমুখ নেতাকে গ্রেফতার করা হলে আবুবকর তার তীব্র বিদ্রোহিতা করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে চৌরিচৌরা ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হয়ে গেলে, আবুবকর এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। জমিয়তে ওলাময়ে বাংলা প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঘোষণা করেন যে, কোন এক ব্যক্তির কিংবা একদল ব্যক্তির বক্তব্যে আত্মসমর্পণ করা নিন্দনীয়।[১৯]

ফলাফল: আবুবকর খিলাফত আন্দোলনে হরতাল পালনকে সমর্থন করেননি কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে হরতাল পালন হলে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে তাদের জীবিকা অর্জন ব্যাহত হবে। তিনি মনে করেন যে, কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত হবে, ফলে অর্থনৈতিক ঘাটতি সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এর ফলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে এবং এর সুযোগে সবল কতৃক দুর্বল অত্যাচারিত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।[২০] আবুবকর মনে করেছিলেন যে খিলাফত আন্দোলন হল মুসলিমদের একটি ধর্মীয় আন্দোলন এবং তার উদ্দেশ্যও বৈদেশিক সুতরাং এই আন্দোলনে অমুসলিমদের যোগদান গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য পৃথক ছিল তাই এই দুটি আন্দোলনকে একত্রিত করা সমীচীন নয় বলে তিনি মনে করেন। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তিনি আন্দোলনকে কেন সমর্থন করেন- তার কারণ হলো আবুবকর চেয়েছিলেন যে ভারতে যদি ব্রিটিশের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায় তবে তুরস্কের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকালে হয়তো ব্রিটিশরা কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করবে -এই আশায় তিনি অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের সংযুক্তিতে মত দেন।[২১] আবুবকর বয়কট প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেননি, তার কারণ হলো তিনি মনে করেন যে, এর ফলে প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্যের অপচয় ঘটবে যা দরিদ্র দেশে মানবিক ও আর্থিক দিক থেকে কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি 'ইসলামদর্শন' পত্রিকায় বস্ত্র প্রজ্জ্বলনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বিনিময়ে এগুলিকে দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে প্রদান করে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।[২২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গান্ধীর বয়কট আন্দোলন ও চরকায় সুতো কাটার বিরোধিতা করেছিলেন।

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আবুবকরের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকৃতি কি ছিল তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। নানা কার্যকলাপের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টির মধ্যে মানবতাবাদের আদর্শটি প্রতীয়মান হয়। তার হরতাল পালনের বিরোধিতা তাঁর এই মনোভাবেরই একটি প্রমাণ বলা যায়। আবুবকর খিলাফত আন্দোলনের একজন ঘনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। এই আন্দোলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সব রকমের বিরোধিতা কাঙ্খিত ছিল। তবে ব্রিটিশের তীব্র বিরোধিতা চাইলেও তিনি মানবিক কারণে হরতালের দাবিটি কে সমর্থন করতে পারলেন না। শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষদের রুটি-রুজি আঘাত প্রাপ্ত হবে বলে, অর্থনৈতিক ও মানবিক কারণেই তিনি হরতাল পালন সমর্থন করেন নি। আবার বয়কট পদ্ধতিতে বস্ত্র প্রজ্জ্বলনের বিরোধিতার বিষয়টিতেও একই কথা মনে করিয়ে দেয় যে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের তাৎক্ষণিকভাবে অসুবিধা ঘটবে বলে তিনি একে সমর্থন করেননি। আবার একইভাবে তিনি যে অন্ধের মত ব্রিটিশের বিরোধিতা করেছেন তাও নয়, উত্তর বাংলায় যখন মুসলিম কৃষকগণ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন তিনি কৃষকদের ব্রিটিশের প্রাপ্য কর মিটিয়ে দিতে পরামর্শ দেন।[২৩] তবে বাড়তি কর দিতে তিনি মুরিদ কৃষকদের নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং এখানেও কোথাও যেন একটা ন্যায়নীতিকে রক্ষা করার তাগিদ কিছু জনতার আধ্যাত্মিকগুরু হিসেবে তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আবুবকরের রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে আর যে বিষয়টি সক্রিয় ছিল বলে মনে হয় তাহল আন্তর্জাতিকতাবাদ। আমরা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভাবনার সমাবেশ লক্ষ্য করেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় ফুরফুরার পীর আবুবকেরর এর মধ্যেও আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদের সমাবেশ লক্ষ্য করি। তুরস্কের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুদান প্রেরণ, খিলাফতের দাবীকে সমর্থন, আরব দেশে কুসংস্কার দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে শাসক ইবনে শহীদকে পত্র প্রদান,[২৪] কিংবা বয়কটের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপচয় রোধ, ব্রহ্মদেশে বিদাতদূরীকরণ প্রভৃতি কাজের মধ্যে আঞ্চলিক স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের বাইরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা যে আন্তর্জাতিক মানের ছিল তা মনে করিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. ব্যানার্জী, অমিয়া কুমার। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স। সরস্বতী প্রেস, ১৯৭২, কলকাতা, পৃ:১।
২. আমিন, রুহুল। হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ আলাইহির বিস্তারিত জীবনী। মাজেরিয়া প্রেস, ১৩৪৬, বসিরহাট, পৃ:৮।
৩. হক, মুন্সী মোজাম্মেল। মাওলানা পরিচয়। গণেশ পুস্তকালয়, ১৩২১, কলকাতা, পৃ:৫।
৪. তদেব, পৃ:৮।
৫. রহিম, সেক আব্দুর, সম্পাদনা। ইসলাম দর্শন, তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
৬. হোসেন, সৈয়দ আমির। প্রস্পেক্ট অফ দা হোসেন খান বাহাদুর অন মোঃ এডুকেশন ইন বেঙ্গল। পি এস ডি রোজারিও এন্ড কোম্পানি, ১৮৮২, ক্যালকাটা পৃ:১৫।

৭. তদেব, পৃ:১৬।
৮. তদেব, পৃ:১৭।
৯. তদেব, পৃ:১৯।
১০.আমীন, রুহুল, প্রাগুক্ত, পৃ:১৬৯।
১১.সরকার, সুমিত। টু মুসলিম ট্রাক্টস ফর পেজন্টস বিয়ন্ড। ন্যাশনালিস্ট প্রেস, ২০০২, দিল্লি, পৃ:৪৩৪-৪৩৫।
১২.দি মুসলমান, ২৬ শে এপ্রিল, ১৯০৭, কলকাতা, পৃ:৭।
১৩.জিবিআই হোম পল, সিক্রেট ডিপোজিট ডিসেম্বর, ১৯২০, নম্বর ৫৯ এবং ৬৬
১৪. দি মুসলমান, ১৯২০, কলকাতা, পৃ:৬।
১৫.জি বি পল কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নম্বর ১০৬ /১৯২০ নং ১৪।
১৬.দি মুসলমান ১২ মার্চ , ১৯২০, পৃ:৬।
১৭.জি বি আই হোম (পল) সেক্রেট ডিপোজিট, ডিসেম্বর, ১৯২০, নং ৫৯ এবং ৬৬।
১৮.দি মুসলমান, ডিসেম্বর ১৭, ১৯২০, পৃ:6।
১৯.মুসলিম জগৎ, আর আই এন বি, আগস্ট, ১৯২০, পৃ . ৬৬৪।
২০. রহিম, সেক আব্দুর, সম্পাদনা। ইসলাম দর্শন, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
২১. রহিম, সেক আব্দুর, সম্পাদনা, ইসলাম দর্শন, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
২২. রহিম, সেক আব্দুর, সম্পাদনা, ইসলাম দর্শন, দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৮, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ।
২৩ রহিম, সেক আব্দুর, সম্পাদনা, ইসলাম দর্শন, দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৮, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ।
২৪. আমিন, রুহুল, প্রাগুক্ত পৃ:৩৯।